রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(স্থানীয় সরকার বিভাগ)

শাখা-প্রজেই-৩

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৬/২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ৪০-আইন/৯০/প্রজেই-৩/১আর-৭/৮৯/৫৫—স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন) এর ধারা ৫৭'তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা জেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন);

(খ) "চুক্তি" অর্থ কোন কার্য সম্পাদনের জন্য পরিষদের পক্ষে কোন চুক্তি এবং কোন মূল চুক্তির পরিবর্তিত রূপও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "টেন্ডার কমিটি" অর্থ বিধি ৬ এর অধীনে গঠিত টেন্ডার কমিটি;

(ঘ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা;

মূল্যঃ টাকা ২·১০

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন) এর অধীনে গঠিত জেলা পরিষদ;

(চ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম।

৩। **কতিপয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি নিষিদ্ধ।**—পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং তাহাদের কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত কিংবা উক্ত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মালিকানাধীন বা তাহার দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ে জড়িত কোন ব্যক্তির সহিত পরিষদ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না বা পরিষদের পক্ষে চুক্তি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—"নিকট আত্মীয়" বলিতে,—

(১) পিতা-মাতা;

(২) চাচা এবং মামা;

(৩) চাচী, ফুপু এবং খালা;

(৪) ভাই-বোন;

(৫) স্ত্রী অথবা স্বামী;

(৬) শ্বশুর অথবা শ্বাশুড়ী;

(৭) জামাতা অথবা পুত্র বধু;

(৮) স্ত্রী বা স্বামীর ভাই-বোন;

(৯) সৎ ভাই-বোন;

(১০) সৎ পুত্র-কন্যা;

(১১) ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাতিজা এবং ভাতিঝি বুঝাইবে।

৪। **চুক্তি সম্পাদন।**—পরিষদের পক্ষে প্রতিটি চুক্তি চেয়ারম্যান কর্তৃক বা তাহার অনুপস্থিতিতে ধারা ১৫(২) এর বিধান মোতাবেক তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

৫। **চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি।**—পরিষদের প্রতিটি চুক্তি ফরম 'ক' অথবা 'খ' (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) ও আনুষংগিক কাগজ-পত্রাদি যাহা টেন্ডার দলিলাদি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে উহাতে লিখিত আকারে এবং উহা চেয়ারম্যান কর্তৃক বা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে পরিষদের সাধারণ সীলমোহর লাগাইতে হইবে এবং উক্ত চুক্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে—

(ক) যে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে বা যে সমস্ত মালামাল বা উপকরণ সরবরাহ করিতে হইবে তাহা;

(খ) উক্ত কাজ বা মালামাল বা উপকরণের জন্য প্রদেয় মূল্য;

(গ) যে মেয়াদ বা মেয়াদসমূহের মধ্যে চুক্তিটি বা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা।

৬। **টেন্ডার কমিটি।**—টেন্ডার বিবেচনার জন্য পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি টেন্ডার কমিটি গঠন করিবে, যথাঃ—

(১)	পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য। ..	আহবায়ক
(২)	পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। ..	সদস্য
(৩)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইবি ..	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ..	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ..	সদস্য
(৬)	সচিব, জেলা পরিষদ ..	সদস্য
(৭)	সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ..	সদস্য-সচিব।

৭। **পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্যের চুক্তি সম্পাদন।**—টেন্ডার কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট টেন্ডার এর পূর্ব বিবেচনা ব্যতিরেকে পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্যমানের কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

৮। **টেন্ডার কমিটির কাজ।**—(১) পরিষদের কোন নির্মাণ কাজ সম্পাদন বা কোন মালামাল বা উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধি ৭ এর বিধান এবং সময় সময় সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষে টেন্ডার কমিটির পক্ষে জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং পরিষদের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রচার করিয়া টেন্ডার আহবান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ জারীকৃত নোটিশে নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া টেন্ডার কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে।

(৩) টেন্ডার কমিটি, প্রাপ্ত টেন্ডার এবং টেন্ডারের সহিত সংযুক্ত কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ইহার অভিমত এবং ক্ষেত্রমতে সুপারিশসহ পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) দরপত্র দাতা কর্তৃক দরপত্র দাখিলের জন্য দরপত্রের বিজ্ঞাপনে দরপত্র দাখিলের তারিখ, সময়, স্থান এবং ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রাক্কলিত দরের ২% হারে দেয় বায়নার টাকার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং সেই মোতাবেক দরপত্র গ্রহণের জন্য সহকারী প্রকৌশলীর কক্ষে একটি দরপত্র-বাক্স সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রতিটি দরপত্রের সহিত পূর্ব নিদিষ্ট বায়নার টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার হিসাবে দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় দাখিলকৃত বায়নাবিহীন দরপত্র খোলার সময় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দরপত্র-বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত তারিখ ও সময়সূচী অনুযায়ী উপস্থিত আগ্রহী দরপত্র দাতা কিংবা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ দরপত্র খুলিবেন এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের বিবরণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী রেজিস্টারে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন ও উহাতে স্বাক্ষী হিসাবে ঠিকাদারগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষর লইবেন।

(৬) যদি টেন্ডার কমিটি এই মত পোষণ করে যে, প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ স্পেসিফিকেশন, শর্তাবলী অনুযায়ী যথাযথ হয় নাই। সেইক্ষেত্রে পরিষদে উপস্থাপন না করিয়াই পুনঃ দরপত্র আহ্বান করিবে। এই ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, পূর্বেকার দরপত্রসমূহ সর্বনিম্ন তিনমাস অথবা জেলা পরিষদ কর্তৃক নূতনভাবে আহ্বানকৃত দরপত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকিবে। সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা ব্যক্তি ও অন্যরা বায়নার টাকা এই শর্তে ফেরৎ লইতে পারিবে যে, যদি তাহার দরপত্র গৃহীত হয় তবে তিনি নোটিশ প্রদানের তিন দিনের মধ্যে বায়নার টাকা পুনরায় জমা দিবেন।

৯। **পরিষদের অনুমোদন**।—(১) টেন্ডার কমিটির নিকট হইতে টেন্ডারসমূহ প্রাপ্তির পর পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের একটি সভা আহ্বান করিবেন এবং প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উক্ত সভায় পেশ করিবেন।

(২) পরিষদ ইহার গৃহীত নীতিমালার নিরীক্ষে টেন্ডার কমিটির প্রতিটি অভিমত এবং সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিবেচনা করতঃ যেটি সভায় উপস্থিত সদস্যসমূহের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে গ্রহণযোগ্য হইবে পরিষদ উহা অনুমোদন করিবে।

১০। **সরকারের অনুমোদন**।—(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে সরকারের অনুমোদন লাভ করার উদ্দেশ্যে পরিষদ তাহার সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট সকল টেন্ডার, টেন্ডারের সহিত দাখিলকৃত নমুনা ও বিবরণাদি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কাগজ-পত্র সরকারের নিকট বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

১১। **জামানত**।—(১) কোন চুক্তি পালনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য ঠিকাদারের নিকট হইতে দেয় মূল্যের ১০% হারে পরিষদ জামানত গ্রহণ করিবে।

(২) কৃতকার্য ঠিকাদারের দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত বায়নার টাকা উপ-বিধি (১)-এ বর্ণিত জামানতের সহিত সংযুক্ত হইবে।

১২। **পত্র যোগাযোগ**।—এই বিধিমালার আওতায় চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে যাবতীয় পত্র যোগাযোগ যথা কার্যাদেশ প্রদান, সময়ে সময়ে তাগাদা প্রদান, চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানাইয়া ঠিকাদারকে পত্র প্রদান, ঠিকাদারকে জ্ঞাত করানোর জন্য যাবতীয় বিষয়াদির পত্র যোগাযোগ সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

১৩। **ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে চুক্তি বাতিল করণ**।—(ক) ঠিকাদারের যে কোন ব্যর্থতার জন্য দশ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক পরিষদের চেয়ারম্যান চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ঠিকাদার ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেঃ

(১) আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হইলে; অথবা

(২) চুক্তি অন্যকে অর্পণ (Sub-let) করিলে; অথবা

(৩) চুক্তিপত্রে কোন শর্ত বা শর্তসমূহের বরখেলাপ করিলে অথবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক বাতিলকৃত মালামাল কিংবা কাজ সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদানের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অপসারণ না করিলে।

(খ) উপরোক্ত (ক) উপ-বিধি অনুযায়ী চুক্তিপত্র বাতিলের পর সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত সন্তোষজনক কাজের পরিমাণ ঠিকাদারের উপস্থিতিতে গ্রহণ করিবেন এবং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইবি'র কারিগরী ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়া পরিষদের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক যথারীতি দরপত্র আহ্বান করিবেন।

১৪। **পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি।**—(১) ঠিকাদারকে কোন অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং কোন নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য কোন অর্থ প্রদান করা যাইবে না। কমপক্ষে ২০% ভাগ কাজ সম্পাদন করার পর ঠিকাদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করিয়া মাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করার পর এবং সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক উক্ত বহিতে প্রত্যায়ন প্রদানের পরই কেবলমাত্র চলতি বিলের উপর অর্থ পরিশোধ করা যাইবে।

(২) ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধের জন্য কাজ সমাপ্ত হইবার পর উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কাজের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া মাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে। ইহার পর সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক মাপ বহি পরীক্ষা করার পর ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত জামানতের অর্থ পরিষদের নিকট জমা থাকিবে। উক্ত সময়-সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঠিকাদার লিখিত আবেদন করিলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শনের পর প্রত্যায়ন প্রদান করিলে জামানতের টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইবে।

১৫। **আইন, ইত্যাদি বহির্ভূত চুক্তি।**—আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলীর সহিত সংগতি রক্ষা না করিয়া কোন চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, উক্ত চুক্তির দায়-দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

১৬। এতদ্দ্বারা The Local Parishads (Contracts) Rules, 1981 এর যে সমস্ত বিধান পরিষদে প্রযোজ্য ছিল তাহা রহিত করা হইল।

.............................জেলা পরিষদ কার্যালয়

.............................জেলা।

দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি

১। নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য.............................জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো'র তালিকাভুক্ত.............................শ্রেণীর ঠিকাদারের নিকট হইতে ....ফর্মে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাইতেছে (৫·০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব মূল্যমানের দরপত্রের ক্ষেত্রে সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার ১ম শ্রেণীর নিয়মিত ঠিকাদারগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন)। দরপত্রগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক পরিষদ অফিসে.............তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে এবং একই দিনে দুপুর ১২·৩০ মিনিটে উপস্থিত আগ্রহী দরপত্র দাতা অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। প্রতিটি দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে কাজের নাম উল্লেখপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

২। কাজের নাম :.............................।

৩। প্রাক্কলিত মূল্য :.............................।

৪। বায়নার টাকা :.............................।

৫। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে কার্য সমাপ্ত করার সময়.....................মাস।

৬। চুক্তির দলিলাদি যথা ফরম 'ক'/ফরম 'খ' কাজের সিডিউল, অতিরিক্ত শর্তাবলী ইত্যাদি সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইবি এর দপ্তর হইতে প্রত্যেক কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে দেখা যাইবে এবং নগদ.................টাকা মূল্যে (অফেরৎযোগ্য) প্রতি পৃষ্ঠা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, কাজের সিডিউল এবং অতিরিক্ত শর্তাবলী ক্রয় করা যাইবে। প্রতিকপি দরপত্র ফরম 'ক'/ফরম 'খ' মোট.............টাকা (অফেরৎযোগ্য) মূল্যে ক্রয় করা যাইবে। ঠিকাদার নিজে অথবা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত সত্যায়িত স্বাক্ষরকৃত পত্র বহনকারী প্রতিনিধি দরপত্র ফরম ক্রয় করিতে পারিবেন। দরপত্র খোলার দিন কোন দরপত্র ফরম বা সিডিউল বিক্রয় করা হইবে না।

৭। ফরম 'ক'/ফরম 'খ' এর দ্বিতীয় পাতায় অংকে এবং কথায় কাজের বিভিন্ন আইটেমের দর অথবা সংক্ষিপ্ত ফর্মের প্রথম পাতায় বর্ণিত সিডিউল এর দর অপেক্ষা "সিডিউল দর" "উর্ধ্ব দর" অথবা "নিম্ন দর" শতকরা হারে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। দরপত্র দলিলাদি যথা দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি, কাজের সিডিউল, অতিরিক্ত শর্তাবলী ইত্যাদি দরপত্র দাখিলকারী কর্তৃক সঠিকভাবে প্রতি পাতায় স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যাহা দরপত্রের অংশ এবং দরপত্র দাখিলকারীর উপর বাধ্যতামূলক হিসাবে গণ্য হইবে।

৯। প্রতিটি দরপত্রের সহিত চেয়ারম্যান.....................জেলা পরিষদের অনুকূলে বায়নার টাকা হিসাবে ২% হারে মোট.............টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার সংযুক্ত করিতে হইবে।

১০। নিম্নলিখিত কারণে দরপত্রসমূহ অনিয়মতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষিত হইবে এবং চূড়ান্তভাবে বাতিল হইবে।

(ক) দরপত্র দলিলের সকল পাতায় দরপত্র দাখিলকারীর স্বাক্ষর না থাকিলে।

(খ) দর উল্লেখ করিতে যদি কোন গরমিল, লেখার উপর লেখা, দ্বি-অর্থবোধক হয় অথবা যদি কিছু বাদ পড়ে এবং সংশোধনকৃত দর দরপত্র দাখিলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত না থাকে।

(গ) যদি ঠিকাদার কর্তৃক কোন অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়।

(ঘ) যদি দরপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় বায়নার টাকা দেওয়া না হইয়া থাকে।

(ঙ) দরপত্রে বর্ণিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে যে সকল দরপত্র ৫% এর অধিক নিম্ন দর (মোটের উপর) হইবে।

১১। কৃতকার্য দরপত্র দাখিলকারীকে জেলা পরিষদের সহিত রীতিসিদ্ধ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে। ইহার জন্য তাহাকে দরপত্র অনুমোদিত হইয়াছে এই মর্মে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক পত্র ইস্যু করার দিন হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সকল কাগজপত্রসহ দরপত্রের প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় তাহার দরপত্র বাতিল এবং বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১২। কোন কারণে যদি কোন বিশেষ কাজের দরপত্র পুনরায় নূতনভাবে আহ্বান করা হয় তবে প্রথমবারের দরপত্রসমূহ সর্বনিম্ন ৩ (তিন) মাস অথবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক নূতনভাবে আহ্বানকৃত দরপত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে। সর্বনিম্ন ব্যতীত অন্যান্যরা তাহাদের বায়নার টাকা এই শর্তে ফেরৎ লইতে পারিবেন যে, যদি তাহার দরপত্র অনুমোদিত হয় তবে তিনি তাহা পুনরায় জমা দিবেন।

সহকারী প্রকৌশলী

..................জেলা পরিষদ

স্মারক নং তারিখ..................

অনুলিপি প্রদান করা হইলঃ

ফরম-'ক'

কাজের দফাওয়ারী দরপত্র এবং চুক্তিপত্র

"ঠিকাদারের প্রতি সাধারণ নির্দেশাবলী"

১। যে সকল কাজ চুক্তিতে সম্পাদন করা হইবে সেইগুলি জেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ১৯৮৯ মোতাবেক সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ও সদস্য-সচিব টেন্ডার কমিটি এর স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবানের ফরমে প্রচার করিতে হইবে।

৫০,০০০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত কাজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন কমপক্ষে একটি স্থানীয়/আঞ্চলিক পত্রিকার মাধ্যমে এবং ৫০,০০০ টাকার উর্ধে মূল্যমানের কাজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন কমপক্ষে একটি স্থানীয়/আঞ্চলিক পত্রিকায় ও একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যথারীতি জেলা পরিষদ নোটিশ বোর্ডে ও জেলার অন্যান্য বিভাগীয় অফিসের নোটিশ বোর্ডে দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে। এই ফরমে যে কাজ করিতে হইবে তাহার বর্ণনা, দরপত্র দাখিলের এবং খোলার তারিখ, কার্য সম্পাদনের অনুমোদিত সময় উল্লেখ থাকিবে। ইহা ছাড়া দরপত্রের সহিত দাখিলযোগ্য বায়নার টাকার পরিমাণ, নির্বাচিত ঠিকাদারের জন্য দাখিলযোগ্য জামানতের টাকার পরিমাণ এবং শতকরা হিসাবে বিল হইতে কর্তন যোগ্য কোন টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে। ঠিকাদারদের পরিদর্শনের জন্য কাজের স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা ও অন্যান্য দলিলপত্রাদি সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইবি এর দপ্তরে স্বাক্ষরকৃত অবস্থায় অফিস চলাকালীন সময় রাখা হইবে।

২। যদি কোন ফার্ম কর্তৃক দরপত্র দাখিল করা হয় তবে সেখানে ফার্মের সদস্যদের পৃথকভাবে স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। যদি কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকেন তবে সেইক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত কাজে আম মোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত আম মোক্তার নামা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। যৌথ পরিবারের একজন সদস্য কর্তৃক পরিচালিত ফার্ম ব্যতীত সকলকেই অংশীদারিত্ব বিধি, ১৯৩২ মোতাবেক ফার্মের রেজিষ্ট্রি হইয়াছে কিনা তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে।

৩। ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত কাজের জন্য পরিশোধকৃত বিলের রশিদে সকল অংশীদার সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। যখন ঠিকাদার দরপত্রে একটি ফার্ম হিসাবে উল্লেখিত থাকিবেন তখন একজন অংশীদার সদস্যকে ফার্মের পক্ষে স্বাক্ষর করিতে হইবে অথবা পরিশোধিত বিলের রশিদে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে ফার্মের পক্ষে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৪। যে ব্যক্তি দরপত্র দাখিল করিবেন তাহাকে মুদ্রিত ফর্মে কাজের প্রতিটি আইটেম কি দরে কাজ করিতে চান তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যে দরপত্র আহবানকৃত দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি ফর্মে বর্ণিত কোন কাজের পরিবর্তন অথবা কাজ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব অথবা কোন ধরণের শর্ত আরোপিত থাকিবে, সেই দরপত্র বাতিলের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। একটি দরপত্র একটির অধিক কাজের জন্য দাখিল করা যাইবে না। আগ্রহী ঠিকাদারগণ দুই বা ততোধিক কাজের প্রতিটির জন্য পৃথকভাবে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। দরপত্রের খামের উপর কাজের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৫। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা দ্বারা দরপত্রের অংশগ্রহণকারী আগ্রহী ঠিকাদারগণ অথবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দরপত্রসমূহ খুলিতে হইবে এবং একটি উপযুক্ত ফর্মে বিভিন্ন দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করিতে হইবে।

৬। কোন দরপত্র গৃহীত হইলে উক্ত দরপত্রের সহিত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বায়নার টাকার প্রাপ্তি রশিদ ঠিকাদারকে প্রদান করিতে হইবে। তিনি পরবর্তীতে সনাক্তকরণের জন্য ১নং নির্দেশাবলীতে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন ও অন্যান্য দলিলাদির কপিতে স্বাক্ষর করিবেন। যদি কোন দরপত্র বাতিল করা হয় তাহা হইলে সেই দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত বায়নার টাকা দরপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর ফেরৎ দিতে হইবে। তবে ঠিকাদারকে নিজে জেলা পরিষদে হাজির হইয়া বায়নার টাকা ফেরৎ লইতে হইবে।

৭। কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল করিবার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকিবে।

৮। ঠিকাদার কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধের রশিদ কোন কর্মচারী প্রদান করিলে জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রাপ্তিস্বীকার বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত রশিদ সংগ্রহ করা ঠিকাদারের দায়িত্ব।

"কাজের দরপত্র"

এতদ্বারা আমি/আমরা........................জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত স্মারকলিপিতে উল্লেখিত কাজ, উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উল্লেখিত দরে এবং সর্বতোভাবে স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা এবং এতদসংশ্লিষ্ট ১নং নির্দেশাবলী এবং সংযুক্ত চুক্তির ধারা ৮এ লিখিত উপদেশাবলী মোতাবেক এবং সর্বতোভাবে প্রযোজ্য শর্ত মোতাবেক মালামাল দ্বারা সম্পাদনের জন্য দরপত্র দাখিল করিতেছি।

(ক) যদি বিভিন্ন অংশে কাজ থাকে তবে তাহার তালিকা পৃথকভাবে সংযোগ করিতে হইবে।

(ক) সাধারণ বর্ণনা..................

(খ) প্রাক্কলিত ব্যয়.............. টাকা

(গ) বায়না .... টাকা

(ঘ) জামানতের টাকা (বায়নাসহ)........ .... টাকা।

(ঙ) শতকরা হারে বিল হইতে কর্তনযোগ্য কোন টাকা................. ।

(চ) কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে কার্য সম্পাদনের অনুমোদিত সময়........ মাস...........দিন।

আইটেমের ক্রমিক নং।	কাজের আইটেমের বিবরণ ও পরিমাণ।	একক	প্রতি	দরপত্রে উদ্ধৃত দর (টাকায়) অংকে	কথায়

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পাতায় বর্ধিত করা যাইবে।

দরপত্রটি গ্রহণ করা হইলে আমি/আমরা এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, এতদসংগে সংযুক্ত চুক্তির প্রযোজ্য সকল শর্তাবলীসমূহ পূরণ করিব অন্যথায়..................... ......জেলা পরিষদ কর্তৃক চুক্তির শর্তানুযায়ী টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে অথবা টাকা প্রদান করিব।

বায়নার টাকা হিসাবে মোট..........................টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার প্রদান করা হইল যাহার সবই আমি/আমরা উক্ত স্মারকে বর্ণিত কাজ শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে......................জেলা পরিষদের পক্ষে নিঃশর্তভাবে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

দরপত্র দাখিলের পূর্বে ঠিকাদারের স্বাক্ষর।	তারিখঃ .... দিন .... মাস...........সন...........।
ঠিকাদারের স্বাক্ষরের সাক্ষীর স্বাক্ষর	সাক্ষী............................ ঠিকানা.......................... পেশা...........................
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর	উপরোক্ত দরপত্রটি জেলা পরিষদের পক্ষে আমি গ্রহণ করিলাম। তারিখঃ .... দিন .... মাস.......... সন.........।

চুক্তির শর্তাবলী

জামানতঃ

ধারা-১ঃ ....জেলা পরিষদ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের দেয় পরিশোধের সময়.................টাকা (তাহার দ্বারা জমাকৃত বায়নার টাকাসহ তাহার সম্পাদিত কাজের মোট মূল্যের শতকরা ১০ (দশ) টাকা কর্তন করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং এইরূপ কর্তনকৃত টাকা জামানত হিসাবে জেলা পরিষদে রক্ষিত থাকিবে।

বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণঃ

ধারা-২ঃ কার্জটি সম্পাদনের জন্য দরপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়-সীমা ঠিকাদার কর্তৃক কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে এবং অফিস আদেশে ঠিকাদারকে কাজটি শুরু করার জন্য যে তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, ঐ দিন হইতেই সময়-সীমা ধার্য হইবে। চুক্তির নির্ধারিত সময় চুক্তিপত্রের অন্যতম উপাদান বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সময়ানুপাতিকভাবে ঠিকাদারকে কাজটির যথাযথ অগ্রগতি সাধন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি আরম্ভ করা না হইলে অথবা অসমাপ্ত থাকিলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ঠিকাদার মোট প্রাক্কলিত

ব্যয়ের ১% হারে অথবা জেলা পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নহারে ক্ষতিপূরণ জেলা পরিষদকে পরিশোধ করিবেন। কোন কাজ সম্পাদনে ১ (এক) মাসের বেশী সময় বরাদ্দ করা হইলে কাজটির যথাযথ অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এক-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে এক-চতুর্থাংশ কাজ, অর্ধেক সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে অর্ধেক কাজ এবং তিন-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে তিন চতুর্থাংশ কাজ সম্পাদিত হইতে হইবে। ঠিকাদার এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজ সমাধা না হয় সেইক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১% হারে অথবা জেলা পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নহারে জেলা পরিষদকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন। সর্বক্ষেত্রে এই ধারায় ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে সংস্থান করা হইয়াছে তাহা দরপত্রে উল্লেখিত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০% এর উর্ধে হইতে পারিবে না।

যখন সম্পূর্ণ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবেঃ

ধারা-৩ঃ যেক্ষেত্রে ঠিকাদার এই চুক্তির কোন ধারা বা ধারাসমূহের আওতায় তার জামানতের সমুদয় অর্থ (এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধকৃত) ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করিবার যোগ্য সেইক্ষেত্রে জেলা পরিষদের পক্ষে পরিষদ চেয়ারম্যান পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া নিম্নবর্ণিত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাখেনঃ

(ক) চুক্তি বাতিল করার জন্য পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঠিকাদারকে দেওয়া চুক্তি বাতিল নোটিশ চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সেইক্ষেত্রে ঠিকাদারের জামানত সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও উহা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(খ) ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত এবং অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাপ গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ অন্য ঠিকাদার দ্বারা সম্পাদন করণের ক্ষেত্রে মূল ঠিকাদারের সম্পূর্ণ কাজে যে ব্যয় হইত তাহার অধিক ব্যয় (যাহার পরিমাণ সহকারী প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন দ্বারা চূড়ান্ত হইবে) মূল ঠিকাদারই বহন বা পরিশোধ করিবেন এবং জেলা পরিষদের কাছে চুক্তির আওতায় ঠিকাদারের প্রাপ্য অথবা তাহার জামানত অথবা মালামাল বিক্রয়লব্ধ তাহার কোন টাকা অথবা উহার অংশ হইতে কর্তন করিয়া লওয়া হইবে।

জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পাদন এবং চুক্তিপত্র বাস্তবায়নের জন্য মালামাল ক্রয় কিংবা সংগ্রহ কিংবা কাহাকেও নিয়োজিত করা কিংবা কোন অগ্রীম প্রদান করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ঠিকাদার কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না। উপরোল্লিখিত যে কোন শর্তে চুক্তি বাতিল হইলে যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ লিখিতভাবে কাজের মান এবং পরিমাণ এবং তাহার প্রাপ্য মূল্য সম্বন্ধে প্রত্যায়ন না করেন ততক্ষণ কোন ভাবেই ঠিকাদার এই চুক্তির অধীনে সম্পাদিত কোন কাজের মূল্য আদায় অথবা প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

ঠিকাদারের যন্ত্রপাতিসমূহের দখল নেওয়া অথবা অপসারণ অথবা বিক্রয় করার ক্ষমতাঃ

ধারা-৪ঃ যে কোন কারণে উপরোক্ত ধারা ৩ এ প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহা প্রয়োগ না করেন তবে তাহাকে কোন শর্তে পরিহার করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে না। চুক্তির ধারামতে কোন ভবিষ্যত ব্যর্থতার কারণে ঠিকাদারের উপর সমস্ত জামানত ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় যোগ্যের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমতা বলবৎ থাকিবে এবং ঠিকাদারের সকল অতীত ও ভবিষ্যত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে উহা বহাল থাকিবে। ধারা ৩(ক) অথবা (খ)-তে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদকে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেইগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করিলে ঠিকাদারের ক্রয়কৃত ও কার্যে ব্যবহৃত সমস্ত অথবা যে কোন যন্ত্রপাতি, মালামাল প্রভৃতি যাহা কার্যে অথবা কার্যস্থলে রহিয়াছে তাহার দখল লইতে পারিবেন এবং চুক্তির শর্তে উল্লেখিত দর অনুযায়ী অথবা যে ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না সেখানে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত বাজার দর চূড়ান্ত বিবেচিত হিসাবে সেইগুলির মূল্য পরিশোধ করা হইবে। নতুবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া ঠিকাদারকে অথবা তাহার কর্মচারীকে, ফোরম্যানকে অথবা অন্য কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কর্মস্থল হইতে যন্ত্রপাতি, মালামাল অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। যদি ঠিকাদার উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তবে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারের খরচে এইগুলি অপসারণ করাইতে পারিবেন অথবা নিলাম বা সরাসরি বিক্রয় করিতে পারিবেন যাহার অর্থ ঠিকাদারের হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই ধরণের যে কোন অপসারণ বা বিক্রয়ের জন্য কোন খরচ অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ প্রদত্ত প্রত্যায়নই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সময় বর্ধনঃ

ধারা-৫ঃ অনিবার্য কারণ বশতঃ কার্য সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি ঠিকাদার সময় বর্ধিত করিতে চাহেন তবে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদকে বাধা প্রাপ্তির বিষয় লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। উক্ত কারণে কার্য সম্পাদনের সময় বৃদ্ধি করিতে চাহিলে ঠিকাদার উক্ত বাধা অপসারিত হইবার সাত দিনের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নিকট উক্ত কারণে সময় বৃদ্ধি চাহেন এই মর্মে লিখিত আবেদন করিবেন। অতঃপর সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ তাহার মতে প্রদর্শিত কারণসমূহ যুক্তিযুক্ত হইলে এবং এইরূপে কোন কারণে সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং যুক্তিযুক্ত হইলে তিনি চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় বর্ধিত সময় মঞ্জুরী প্রদান করিবেন।

চূড়ান্ত প্রত্যায়ন পত্রঃ

ধারা-৬ঃ সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদনের পর সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারকে কার্যটি সম্পূর্ণ সম্পাদিত হইয়াছে এই মর্মে একটি প্রত্যায়ন পত্র দিবেন। ঠিকাদার যে জায়গায় কার্য সম্পাদন করিবেন বা কার্য সম্পাদনের জন্য যে সকল জায়গা দখল লইয়াছেন সেই সকল জায়গা হইতে ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল, রাবিশ এবং সম্পাদিত কাজ ও তাহার আশে পাশের সকল কাঠের কাজ, দরজা, জানালা, দেওয়াল, মেঝে অথবা যে কোন ইমারতের যে কোন অংশ প্রভৃতি যতক্ষণ না

পরিস্কার করিবেন ততক্ষণ তাহাকে কার্য সম্পূর্ণ সম্পাদনের চূড়ান্ত প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করা হইবে না বা তাহার কাজ চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। অথবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত কাজের ঠিকাদারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক পরিমাপ গ্রহণ না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদি ধারায় বর্ণিত শর্ত মোতাবেক এবং কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঠিকাদার ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল ও রাবিশ প্রভৃতি কার্যস্থল হইতে অপসারণ করিতে এবং কার্যস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারের খরচে এই সকল ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল ও রাবিশ প্রভৃতি কার্যস্থল হইতে অপসারণ অথবা বিক্রয় করাইতে পারিবেন। ঠিকাদার এই কাজের জন্য খরচকৃত সকল পাওনা পরিশোধ করিবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছাড়া ঠিকাদারের ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল, রাবিশ প্রভৃতির কোন দাবী থাকিবে না।

সকল মধ্যবর্তীকালীন পরিশোধিত টাকা-ই অগ্রিমঃ

ধারা-৭ঃ ৫,০০০ টাকার কম প্রাক্কলিত মূল্যমানের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং কাজ সমাপ্তির প্রত্যায়ন পত্র না দেওয়া পর্যন্ত কোন পাওনা পরিশোধ করা যাইবে না। কিন্তু প্রাক্কলিত মূল্য ৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে সকল কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদার বিল পেশ করা সাপেক্ষে সমাপ্তকৃত কাজের অনুপাতে চলতি বিল পাইবার যোগ্য হইবে এবং সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত চলতি বিলের অর্থের পরিমাণ জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিশোধের জন্য গৃহীত হইবে। কিন্তু এই ধরণের সকল মধ্যবর্তীকালীন পরিশোধকৃত পাওনা চূড়ান্ত পাওনার অগ্রিম হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং আংশিক সমাপ্ত কাজের পাওনা হিসাবে ইহা বিবেচিত হইবে না। এই পাওনা পরিশোধ ঠিকাদারের কোন ত্রুটিপূর্ণ অথবা অদক্ষ কাজের অপসারণ, পুনঃ নির্মাণ অথবা পুনঃ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ইহাতে কাজ অথবা কাজের অংশ বিশেষ চুক্তি মোতাবেক সঠিকভাবে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াও ধরা হইবে না। ইহা কোন দাবীর নিষ্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না। ইহা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর চূড়ান্ত হিসাবে নিষ্পত্তি বা সমন্বয় করার জন্য কোন ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিবে না। অবশ্যই অন্য কোন উপায়ে চুক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত ও পার্থক্য সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। কাজটি চূড়ান্তভাবে সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের একমাসের মধ্যে ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পেশ করিতে হইবে অন্যথায় সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর দ্বারা প্রত্যায়নকৃত পরিমাপ এবং সে অনুযায়ী নির্ণেয় মোট পরিশোধযোগ্য অর্থই সকলের জন্য চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক বিবেচিত হইবে।

কাজের স্পেসিফিকেশন, নক্সা, আদেশ প্রভৃতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে হইবেঃ

ধারা-৮ঃ ঠিকাদারকে সমস্ত কাজ এবং উহার প্রতিটি অংশ বাস্তব এবং উত্তম কারিগরী উপায়ে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক এবং অন্যান্য শর্তানুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে। ঠিকাদারকে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং তাহার অফিসে রক্ষিত কাজের সহিত সম্পর্ক যুক্ত সকল ডিজাইন, নক্সা এবং লিখিত নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে, সম্পূর্ণ বিশ্বস্থতার সহিত পালন করিতে

হইবে। ঠিকাদার অফিস চলাকালীন সময়ে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর অফিসে ঐ সমস্ত ডিজাইন, নক্সা ইত্যাদি দেখিতে পারেন এবং ঠিকাদার যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে তাহার নিজের খরচে কার্যস্থল পরিদর্শন ও এই সকল স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা এবং নির্দেশাবলী সমূহের অনুলিপি করাইয়া লইতে পারিবেন।

স্পেসিফিকেশন এবং ডিজাইনের পরিবর্তনঃ

ধারা-৯ঃ সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কাজ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজন বোধে অথবা যথার্থ মনে করিলে মূল মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের অনধিক ১০ (দশ) শতাংশ পর্যন্ত কাজের পরিমাণের যে কোন পরিবর্তন, বাতিল, সংযোজন অথবা বিকল্প প্রদান করিতে পারিবেন। মূল মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের অথবা নির্দেশনামা সমূহে যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন আবশ্যক হইলে উহার জন্য জেলা পরিষদের নিকট হইতে কার্য সম্পাদনের পূর্বে লিখিত সম্মতি লইতে হইবে। ঠিকাদার সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর স্বাক্ষরিত লিখিত এই সকল নির্দেশ নামা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই ধরণের পরিবর্তন, সংযোজন অথবা বাতিল হওয়ার ফলে মূল চুক্তি অবৈধ বিবেচিত হইবে না। মূল চুক্তিতে ঠিকাদার যে শর্তে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে, উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মূল কাজের অংশ হিসাবে যে কোন সংযোজিত, বিকল্প কাজ সেই শর্তে ঠিকাদারকে করিতে দেওয়া যাইতে পারিবে। মূল কাজের জন্য দরপত্রে যে দর বর্ণিত আছে এই সকল পরিবর্তিত কাজের জন্য সেই দর নির্ধারিত হইবে। পরিবর্তিত, সংযোজিত অথবা বিকল্প কাজগুলি মূল কাজের যে অনুপাতে বৃদ্ধি হইবে কার্য সম্পাদনের সময় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সময় বর্ধনের এই অনুপাত সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন দ্বারাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি এই সকল পরিবর্তিত, সংযোজিত অথবা বিকল্প কাজগুলির মধ্যে এমন কাজ থাকে যাহার দর এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত নাই সেইক্ষেত্রে দরপত্র গৃহীত হওয়ার সময় জেলার এলজিইবি'র সিডিউল দর অথবা গণপূর্ত বিভাগের দর অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগের দর যেটি দরপত্রের জন্য কার্যকরী ছিল উহার সহিত শতকরা হিসাবে দরপত্রের উল্লেখিত প্রাক্কলিত মূল্যের উপর প্রদত্ত দরের হার যোগ অথবা বিয়োগ করতঃ প্রদত্ত দরে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

প্রাক্কলন ও সিডিউল বহির্ভূত কাজের দরঃ

যদি উল্লেখিত সিডিউলের মধ্যে এই সকল পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং বিকল্প কাজের দর উল্লেখ না থাকে তবে এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে ঠিকাদারকে তিনি যে দর চান তাহা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ-কে জানাইতে হইবে এবং সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ তাহার দরে সম্মত না হইলে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সকল কার্য সম্পাদনের আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ যে পদ্ধতি সঠিক বলিয়া মনে করিবেন সেইভাবে এই কাজগুলি সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সকল ক্ষেত্রে দর নির্ধারণের পূর্বে ঠিকাদার যদি কোন কাজ আরম্ভ বা টাকা খরচ করিয়া থাকেন তবে তাহার জন্য ঠিকাদারের পাওনা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দরে পরিশোধযোগ্য হইবে এবং এ ব্যাপারে কোন জটিলতা দেখা দিলে জেলা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কাজের পরিবর্তন অথবা বাধাপ্রাপ্তির জন্য ঠিকাদার কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে নাঃ

ধারা-১০ঃ পূর্ববর্তী ধারা ৯ অনুযায়ী দরপত্রে উল্লেখিত মূল কাজের দরে অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগ বা গণপূর্ত বিভাগ বা জেলার এলজিইবি'র সিডিউল দর অনুযায়ী ঠিকাদারকে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বিকল্প কাজ করিতে হইলে এবং সেইখানে বাড়তি মালামাল ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে (পূর্ববর্তী ধারায় কোন কিছু স্ববিরোধী হইবে না) ঠিকাদার নির্দেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নিকট অতিরিক্ত মালামালের প্রয়োজনীয় সংশোধিত দর দাবী করিতে পারিবেন। যদি বর্ধিত কাজের মালামালের বাজার দর বৃদ্ধি পায় তবে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইবি'র মতামত গ্রহণ পূর্বক চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ এর অনুমোদনক্রমে বর্ধিত কাজের দর সংশোধন করিতে পারিবেন।

কাজ আরম্ভের পর কোন সময়ে জেলা পরিষদ যদি মনে করেন যে, কোন কারণে দরপত্রে বর্ণিত সকল কাজ করার প্রয়োজন নাই তবে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারকে এই মর্মে লিখিতভাবে নিষেধ করিবেন—সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদন না করার জন্য। সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদনের যে লাভ এবং সুবিধা হইতে ঠিকাদার বঞ্চিত হইলেন তাহার কারণে ঠিকাদারের কোন পাওনা অথবা ক্ষতি পূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না। মূল কাজের স্পেসিফিকেশন, নক্সা, ডিজাইন এবং নির্দেশের কোন পরিবর্তন যাহা মূল কাজের পরিমাণ হ্রাস করিবে তাহার জন্য ঠিকাদারের কোন পাওনা অথবা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

খারাপ কাজের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণঃ

ধারা-১২ঃ যদি সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ বা তাহার অধীনস্থ কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট কাজের ব্যাপারে ইহা প্রতীয়মান হয় যে সম্পাদিত কোন কাজ নিম্নমানের, ত্রুটিপূর্ণ অথবা অদক্ষ কারিগরী উপায়ে নির্মিত অথবা যেখানে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা কার্য সম্পাদনের নির্মাণযোগ্য মালামাল হইতে নিম্নমানের মালামাল সরবরাহ করা হইয়াছে, অন্য কোনভাবে চুক্তির শর্ত মোতাবেক হয় নাই সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের অথবা মালামালের বিবরণ সম্বলিত সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর লিখিত নির্দেশে ঠিকাদার যদিও ইতিমধ্যেই উক্ত কার্য এবং মালামাল ভুল বশতঃ গৃহীত, প্রত্যায়িত এবং মূল্য পরিশোধকৃত হইয়া থাকে তবুও ঠিকাদার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ মালামাল সংশোধন অথবা অপসারণ এবং পুনঃ নির্মাণ করিবেন এবং প্রয়োজন মত মালামাল অপসারণ এবং নিজ খরচে উপযুক্ত মালামাল সরবরাহ করিবেন। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক লিখিতভাবে উক্ত ত্রুটি-পূর্ণ কাজ, মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রীসমূহের সংশোধনের ব্যাপারে জানাইবেন। যে সকল কাজে মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রীর প্রমাণ পত্র প্রদান ও মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে সেইগুলিও প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, অপসারণ ও পুনঃ নির্মাণ করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে ঠিকাদারকে বর্ণিত মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী নিজ খরচে অপসারণ করিয়া উন্নতমানের উপযোগী মালামাল দ্বারা কাজ সংশোধন করিতে হইবে। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার যদি উপরে বর্ণিত সংশোধন ইত্যাদি করিতে ব্যর্থ হন তবে সর্বোচ্চ দশ দিন প্রতিদিনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১% টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে

বাধ্য থাকিবে। যদি ঠিকাদার উক্ত সময়ের পরেও সংশোধন ইত্যাদি করিতে ব্যর্থতা দেখাইয়া থাকেন সেইক্ষেত্রে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ সর্বোতভাবে ঠিকাদারের দায়িত্বে ও খরচে কাজটির ত্রুটি সংশোধন অথবা অপসারণ এবং পুনঃ নির্মাণ অথবা বর্ণিত ত্রুটিপূর্ণ মালামাল অপসারণ এবং পুনঃ সরবরাহ লইতে পারিবেন।

কাজ পরিদর্শনের জন্য খোলা রাখা:

ধারা-১৩ঃ চুক্তির শর্ত মোতাবেক বাস্তবায়নকালীন অথবা বাস্তবায়িত সকল কাজ সকল সময় সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ অথবা তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তার পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। কার্যস্থলে দৈনিক কার্যকালীন সময়ে অথবা অন্যান্য সকল সময়ে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ অথবা তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা পরিদর্শন করিবার যুক্তিযুক্ত নোটিশ দিয়া থাকেন সেইক্ষেত্রে ঠিকাদার নিজে অথবা তাহার লিখিতভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি আদেশ-নির্দেশ গ্রহণের জন্য কার্যস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে দেওয়া নির্দেশ ঠিকাদারকে দেওয়া নির্দেশের সমগুরুত্ব বহন করিবে।

কাজ আচ্ছাদিত হইবার পূর্বে নোটিশ প্রদান:

ধারা-১৪ঃ কোন কাজ আচ্ছাদানের পূর্বে কিংবা অন্য কোনভাবে পরিমাপ গ্রহণের সুযোগ বহির্ভূত করার পূর্বে ঠিকাদার সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ অথবা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন সময়ের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন যাহাতে কাজটির পরিমাপ গ্রহণ করা যায় ও এইরূপ আচ্ছাদিত অথবা পরিমাপের সুযোগ বহির্ভূত হইবার পূর্বেই নিখুঁত আকার লিপিবদ্ধ করা যায়। কাজটি আচ্ছাদানের অথবা পরিমাপ গ্রহণের সুযোগ বহির্ভূত হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার লিখিত নোটিশ প্রদান না করিলে কিংবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ অথবা কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্মতি না নিলে পরিমাপ গ্রহণের জন্য ঠিকাদারের নিজ খরচে উহা উন্মুক্ত করা হইবে। উন্মুক্ত করিতে না পারিলে ঐ কাজের কোন বিল অথবা কাজে ব্যবহৃত কোন মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হইবে না।

প্রত্যায়ন পত্র জারী হইবার ১ বৎসরের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি বা কাজে কোন ত্রুটি দেখা দিলে উহার দায়িত্ব ঠিকাদারের:

ধারা-১৫ঃ ঠিকাদার কিংবা তাহার শ্রমিক অথবা কর্মচারীরা যে ভবনে কাজ করিতেছেন উহার কোন অংশ যদি ভাংগে, বিকৃতি ঘটায় কিংবা নষ্ট অথবা ধ্বংশ করে অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণ কাজ চলিতেছে এমন স্থানের লাগোয়া কোন ভবন, রাস্তা, রাস্তার পাশ, বেষ্টনী, পানির পাইপ, বৈদ্যুতিক তার, নর্দমা, বিদ্যুৎ অথবা টেলিফোনের খুঁটি বা তার, গাছ, ঘাস অথবা ঘাসের জমি বা আবাদী জমি কাজ চলাকালীন সময়ে কোন ক্ষতি করে অথবা সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক কাজের চূড়ান্ত অথবা অন্য কোন প্রকার প্রত্যায়ন পত্র দেওয়ার এক বৎসরের মধ্যে কাজ চলাকালীন কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে ঠিকাদার তাহার নিজস্ব খরচে উহা সংশোধন করিবেন। ঠিকাদার ইহাতে ব্যর্থ হইলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ অন্য লোক দ্বারা উল্লেখিত ত্রুটিসমূহের সংশোধন করাইবেন এবং

ঠিকাদারের পাওনা অথবা ভবিষ্যতে পাওনা হইবে এমন অর্থ অথবা জামানত বা মালামালের বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রত্যায়ন মোতাবেক খরচ আদায় করিবেন। কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হওয়ার চূড়ান্ত অথবা অন্য কোন প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের এক বৎসর সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার জামানতের টাকা ফেরৎ পাইবেন না। কিন্তু যদি চেয়ারম্যান সাহেব মনে করেন যে, জামানতের অর্ধেক টাকা অত্র চুক্তির অধীন ঠিকাদারের সকল দায়-দায়িত্ব পূরণে যথেষ্ট তবে সমাপ্তি প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের ছয়মাস অতিক্রান্ত হইলে অর্ধেক জামানত ফেরতযোগ্য হইবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বর্ণিত কার্য সমাপ্তির প্রত্যায়ন প্রদানের এক বৎসর পর ফেরতযোগ্য হইবে।

চূড়ান্ত বিল গ্রহণের পূর্বে দাবী পেশঃ

চূড়ান্ত বিল গ্রহণের পূর্বেই ঠিকাদার চূড়ান্ত বিলের সমুদয় আইটেম এবং গৃহীত পরিমাণ দেখিয়া লইবেন এবং কোন দাবী থাকিলে তাহা পেশ করিবেন। চূড়ান্ত বিল গৃহীত হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার যদি কোন দাবী উত্থাপন না করেন তবে পরবর্তীতে ২২ নং ধারা মোতাবেক কোন দাবী বা কোন সালিসি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ঠিকাদারকে যন্ত্রপাতি, মই, ভারা, মাচা প্রভৃতি সরবরাহ করিতে হইবেঃ

ধারা-১৬ঃ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ দ্বারা যে সকল বিশেষ মালামাল সরবরাহ করার কথা সেইগুলি বাদে ঠিকাদারকে তাহার নিজ খরচে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য মালামাল, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, সরঞ্জাম, মই, দড়ি, মাচা, কপিকল এবং অস্থায়ী কাজের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে। যদি মূল অথবা পরিবর্তিত অথবা বিকল্প কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য স্পেসিফিকেশনে অথবা চুক্তির অন্য কোন দলিলে এই সকল শর্তসমূহে উল্লেখ নাও থাকে তথাপি এই সকল শর্তসমূহের আওতায় কোন বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশসমূহ সরবরাহ ও অপসারণসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। কাজের পত্তন করা, মালামাল গণনা এবং ওজন করা, পরীক্ষা অথবা পরিমাপে সহায়তা করার জন্য যে কোন সময়ে অথবা মাঝে মাঝে ঠিকাদার বিনা খরচে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামসহ লোক সরবরাহ করিবেন। ঠিকাদার উক্ত সরঞ্জামসহ লোক সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারের খরচে সরবরাহ করিতে পারিবেন এবং এই খরচের টাকা চুক্তির অধীন যে কোন বিলের টাকা অথবা জামানতের টাকা হইতে অথবা ঠিকাদারের কোন মালামালের অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ বিক্রয়ের মাধ্যমে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

আলো এবং বেড়া না দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের দায়িত্বঃ

ঠিকাদারকে তাহার নিজ খরচে জনসাধারণের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় বেড়া এবং আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল সতর্কতা অবলোকনে অবহেলার জন্য কেহ আহত হইবার কারণে কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়েরকৃত সকল আইনগত ব্যবস্থার বা মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদার সকল খরচ বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই ধরণের মামলার ব্যবস্থা গ্রহণের অথবা সাবধানতা অবলম্বনে নির্দেশিত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ও খরচ প্রদানে এবং কোন ব্যক্তির সহিত বিষয়টির মিমাংসা করিতে হইলে সকল খরচ ঠিকাদার বহন করিতে বাধ্য থাকিবে।

ধারা-১৭ঃ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক সকল ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের কার্যে নিয়োজিত ঠিকাদারের শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে জেলা পরিষদ বাধ্য থাকিবেন। জেলা পরিষদ পরিশোধকৃত এই ক্ষতির টাকা ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন। উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিষদের অধিকার খর্ব না করিয়া পরিষদ ঠিকাদারের জামানত হইতে এই চুক্তির অধীনে যে কোন পাওনা অর্থ হইতে অথবা অন্যভাবে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন।

ধারা-১৮ঃ স্থানীয় এলাকার জন্য পরিষদের নিকট যাহা উপযুক্ত তাহার চেয়ে কম পারিশ্রমিক ঠিকাদার তাহার কোন শ্রমিককে প্রদান করিতে পারিবেন না।

ধারা-১৯ঃ পরিষদের নিকট যদি ইহা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন নাই তাহা হইলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধের জন্য এবং এইরূপ পরিশোধকৃত অর্থ ঠিকাদারের বিল হইতে কাটিয়া লওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে। যে ঠিকাদার তাহার শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে ব্যর্থ হইবেন তাহার নাম অনুমোদিত ঠিকাদারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

ফার্মের গঠনে কোন পরিবর্তন হইলেঃ

ধারা-২০ঃ ফার্মের অংশীদারদের দ্বারা দরপত্র দাখিলের পর ফার্মের গঠনে কোন পরিবর্তন হইলে ঠিকাদারকে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষদের অবগতির জন্য জানাইতে হইবে।

সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে হইবেঃ

ধারা-২১ঃ চুক্তির অধীন সম্পাদন যোগ্য সকল কাজ সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশ এবং সর্বতোভাবে অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করিতে হইবে। তিনিই কোথায় এবং কিভাবে কাজ শুরু এবং সম্পাদন করিতে হইবে তাহার নির্দেশ প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

বিরোধ মিমাংসাঃ

ধারা-২২ঃ যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে অন্যভাবে উল্লেখ আছে তাহা ছাড়া পূর্বে উল্লেখিত কাজের স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা, নির্দেশাবলী প্রভৃতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে এবং নির্মাণ কৌশল অথবা মালামালের মান সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে এবং চুক্তি, ডিজাইন, নক্সা স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, নির্দেশ, আদেশ অত্র শর্তসমূহ অথবা কার্য, কার্য সম্পাদন, সম্পাদনের ব্যর্থতা সম্পর্কিত শর্তাবলী হইতে উদ্ভূত ও সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন, দাবী, অধিকার এবং বিষয়াদি, যাহাই হোক না কেন এতদসম্পর্কীয় বিরোধ দেখা দিলে যদি উহা কার্য চলাকালীন অথবা সমাপ্তির পরে অথবা পরিত্যক্ত হইবার পরেও হয় সেইক্ষেত্রে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিসি কমিটিতে পেশ করা হইবে। উক্ত সালিসি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আহ্বায়ক; নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত, সদস্য; নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, সদস্য; এবং নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইবি, সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি বর্তমানে প্রচলিত এবং কার্যকরী সালিসি আইন মোতাবেক যথার্থভাবে পরীক্ষাকরতঃ রায় প্রদান করিবেন। এই রায় চুক্তি আবদ্ধ সকল পক্ষের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক এবং বাধ্যতামূলক হইবে।

স্পেসিফিকেশন না থাকিলেঃ

ধারা-২৩ঃ কোন প্রকারের কাজের ক্ষেত্রে যদি বর্ণনা মত স্পেসিফিকেশন না থাকে সেইক্ষেত্রে জেলা এলজিইবি'র স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। যদি জেলা এলজিইবি'র স্পেসিফিকেশনও না থাকে তবে গণপূর্ত বিভাগের সিডিউল এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগের সিডিউল এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইবি' কর্তৃক প্রণীত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

কাজের সংজ্ঞাঃ

ধারা-২৪ঃ বিষয় এবং প্রসংগে যদি অন্যকিছু উল্লেখ না থাকে তবে এই সমস্ত শর্তের অধীনে "কাজ" অথবা "কাজসমূহ" বলিতে সম্পাদনের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ স্থায়ী অথবা অস্থায়ী, মূল, পরিবর্তিত, বিকল্প অথবা অতিরিক্ত সকল কাজই বুঝাইবে।

ধারা-২৫ঃ ঠিকাদার তাহার নিজ খরচে তাহার শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন এবং স্থানীয় জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের নিকট গ্রহণযোগ্যভাবে শ্রমিকদের বাসস্থানে পয়ঃ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাহার নিজ খরচে পানির বর্তমান উৎস হইতে পাইপ সংযোগ করতঃ শ্রমিকদের বাসস্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন এবং উহার কারণে দেয় সকল পারিশ্রমিক কর বা অন্যান্য আনুষংগিক সকল খরচ তিনিই পরিশোধ করিবেন।

অতিরিক্ত শর্তাবলীঃ

১। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর পরীক্ষা এবং অনুমোদন ব্যতীত কোন মালামাল কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

২। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি ছাড়া চুক্তি অন্য কাহারও নিকট অর্পণ (Sub-Let) করা যাইবে না। যদি এইরূপ অনুমতি ব্যতিরেকে ঠিকাদার কাহাকেও চুক্তি অর্পণ (Subletting) করেন তবে তিনি চুক্তি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাহার জামানতের টাকা পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং মালামাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতি হইলে তাহার কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

৩। চুক্তির ধারা ৫ অনুযায়ী যদি ঠিকাদার সময় বর্ধিত করিতে চাহেন তবে তাহাকে সময় বর্ধন বিবেচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়া সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ-এর নিকট আবেদন করিতে হইবে নতুবা এরূপ সময় বর্ধনের আবেদন বিবেচনার যোগ্য হইবে না সেইক্ষেত্রে ঠিকাদারকে এইরূপ অবহেলায় উদ্ভূত ফলাফলের জন্য দায়ী করা হইবে।

৪। ঠিকাদারকে প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ালে এবং মেঝেতে পাইপ অথবা তার বসাইবার জন্য নালা রাখিতে হইবে। এই জন্য তিনি কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

৫। কাজ চলাকালীন ঠিকাদারকে একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, ভাংগা এবং খননকৃত সকল মালামাল (প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয়) পরিষদের সম্পত্তি। ইহা পরিষদের বৃহত্তর সুবিধার জন্য কাজে ব্যবহার অথবা বিক্রয় করা হইবে।

৬। কাজ চলাকালীন সময়ে বৃষ্টি বা যানবাহন চলাচলের ফলে কোন ক্ষতি হইলে ঠিকাদারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

৭। মালামালের মূল্য এবং কার্যস্থলে এইগুলির পরিবহন খরচসহ ঠিকাদারকে দর প্রদান করিতে হইবে।

৮। প্রতি ১০০ একক (বর্গ মিঃ/ঘঃমিঃ/মিঃ) কাজের জন্য ঠিকাদার কি মানের মালামাল ব্যবহার করিবেন এবং কি পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিবেন তাহার সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

৯। জরুরী অবস্থায় ঠিকাদারকে প্রতিদিন তাহার শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় ঠিকাদারকে যে পরিমাণ পাওনা পরিশোধ করিতে হইত পরিষদ ঐ পরিমাণ পাওনা শ্রমিকদের পরিশোধ করিবেন এবং ইহা পরে ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

জনসাধারণের অসুবিধাসমূহ

১০। ঠিকাদার কার্যস্থলে মালামাল এমনভাবে জমা করিতে পারিবেন না যাহাতে জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নিকট যদি জনসাধারণের জন্য বিপদজনক অথবা অসুবিধাজনক মনে হয় তবে তাহার নির্দেশে ঠিকাদারকে সেইরূপ মালামাল অপসারণ করিতে হইবে অথবা ঠিকাদারের খরচে তিনি অপসারণ করাইতে পারিবেন।

১১। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে এমনভাবে ঠিকাদারকে কার্যস্থলে পরিষ্কার এবং রাবিশমুক্ত করিতে হইবে। সকল উদ্বৃত্ত মালামাল, রাবিশ ইত্যাদি সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশে ঠিকাদার কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত পাওনা পরিশোধ করা হইবে না।

১২। মেরামত কাজ চলাকালীন সময়ে অথবা কাজ সমাপ্তির পর কার্যস্থলে কোন রাবিশ অথবা আবর্জনা ঠিকাদারকে রাখিতে দেওয়া হইবে না। কাজ চলাকালীন সময়ে এইগুলি অপসারণ করতঃ কার্যস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। এই ধারা পালনে ঠিকাদার অবহেলা প্রদর্শন করিলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কার্যস্থল আবর্জনা মুক্ত করাইতে পারিবেন এবং ঠিকাদারের বিল হইতে এই খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

১৩। কার্যস্থলে সরবরাহকৃত মালামাল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে স্তূপ করা যাইবে না। ঠিকাদারকে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশ মত মালামাল সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

ফরম 'খ'

..........................জেলা পরিষদ

মালামাল সরবরাহের দরপত্র চুক্তির শর্তসমূহ

১। যাহার দরপত্র গৃহীত হইয়াছে তাহাকে..............................দিনের (অনূর্ধ্ব ১০ দিন) মধ্যে সুচারুরূপে চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে চুক্তির অধীন সরবরাহযোগ্য সকল মালামালের প্রাক্কলিত মূল্যের বায়নার টাকাসহ শতকরা দশ ভাগ জামানতের.......... টাকা জেলা পরিষদে নগদে জমা করিতে হইবে। এই চুক্তির শর্তাধীন যে সমস্ত ক্ষতি ঠিকাদারের দ্বারা পূরণযোগ্য তাহা চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ জামানতের টাকা অথবা তাহার সুদ অথবা এরূপে অন্য কোন জামানতের উপর সুদ অথবা কোন মালামালের (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) বিক্রয়লব্ধ টাকা অথবা পরিষদ কর্তৃক পরিশোধ যোগ্য ঠিকাদারের অন্য যে কোন পাওনা হইতে আদায় অথবা পরিশোধ করা যাইবে।

২। দরপত্রে উল্লেখিত তারিখে অথবা তাহার পূর্বে ঠিকাদারকে মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন করিতে হইবে, অন্যথায় অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব দশদিন প্রতিদিনের জন্য চুক্তির মোট মূল্যের শতকরা এক ভাগ হিসাবে কাজের ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের উপর পরিশোধযোগ্য হইবে।

৩। সকল ক্ষেত্রে যেখানে ধারা ২এ উল্লিখিত দায় পর পর দশদিনের জন্য পরিশোধযোগ্য হইবে সেইক্ষেত্রে পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থের বিবেচনায় পরিষদ চুক্তি একেবারেই বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন অথবা পুনরায় কোন বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ঠিকাদারের দায়িত্বে এবং খরচে অন্য কোন ভাবে সরবরাহ সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ইহার ফলে ঠিকাদারের কোন ক্ষতি হইলে কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

৪। যদি ঠিকাদারের মালামাল সরবরাহ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে দরপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। যুক্তিপূর্ণ কারণ থাকিলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর প্রত্যায়ন মোতাবেক (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) এইরূপ কোন কারণে সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ বরাবরে পেশ করিবেন। এইরূপ কোন লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঠিকাদার ধারা ২ এ উল্লিখিত জরিমান মওকুফ দাবী করিতে পারিবেন না।

৫। ঠিকাদার কোন মালামাল সরবরাহ করিতে চাহিলে তিনি সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদকে তাহা অবহিত করিবেন এবং যে সমস্ত মালামাল সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে তাহার জন্য সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক একখানা প্রাপ্তি রশিদ দেওয়া হইবে এবং এইরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন মালামাল সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

৬। মালামাল সরবরাহ সমাপ্ত হইলে ঠিকাদারকে সেই মর্মে একখানা প্রত্যায়নপত্র দেওয়া হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকাদার বাতিল মালামালসমূহ অপসারণ না করিবেন এবং অনুমোদিত মালামালসমূহ তাহাকে দেয় নির্দেশ মোতাবেক সাজাইয়া না রাখিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সরবরাহ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৭। মালামালসমূহ সর্বোচ্চ মানের এবং একান্তভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইতে হইবে। একমাত্র সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত মালামালের জনাই পাওনা পরিশোধ করা হইবে।

৮। যে ক্ষেত্রে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর বিবেচনায় সরবরাহকৃত মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নমানের সেইক্ষেত্রে ঠিকাদার নির্দেশ পাওয়ার পর পরই উক্ত মালামাল নিজ দায়িত্বে এবং খরচে অপসারণ করিবেন। সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক ইহার জন্য প্রদত্ত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার অপসারণ কার্যে অবহেলা করিলে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ঠিকাদারের দায়িত্বে এবং খরচে বা অন্য কোন ভাবে বাতিলকৃত মালামাল অপসারণ করাইয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে খরচ ঠিকাদারের বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্য হইতে কর্তন করা হইবে।

৯। যদি ঠিকাদার অথবা তাহার শ্রমিক/কর্মচারীরা কোন বাড়ী, রাস্তা, বেড়া, বেষ্টনী, বাসের জমি অথবা আবাদি জমি ভাংগে অথবা নষ্ট করে তবে তাহাকে নিজের খরচে উহা মেরামত অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। ঠিকাদার এইরূপ করিতে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে ঠিকাদারের খরচে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ উক্ত মেরামত করাইয়া লইবেন। এইরূপ খরচ ঠিকাদারের বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্য হইতে কর্তন করা হইবে।

১০। সুচারুভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ঠিকাদার তাহার নিজ খরচে সরবরাহ করিবেন। যদি সরবরাহকৃত মালামাল সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ ব্যবহারের জন্য অপসারণ না করেন তবে সরবরাহের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত সকল মালামাল ঠিকাদারের দায়িত্বে থাকিবে।

১১। ঠিকাদার এই চুক্তি চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও অর্পণ (Sub-Let) করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপে অনুমতি ব্যতিরেকে ঠিকাদার কাহাকেও চুক্তি অর্পণ (Subletting) করেন তবে তিনি চুক্তিভংগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাহার জামানতের টাকা পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং মালামাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতি হইলে তাহার কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১২। স্পেসিফিকেশনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মালামাল সরবরাহের দরপত্র

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী/নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ সংযুক্ত শর্তসমূহে নিম্নবর্ণিত স্পেসিফিকেশনে উল্লেখিত মালামাল সরবরাহের দরপত্র প্রদান করিলাম।

ক্রমিক নং।	সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামালের বিবরণ অথবা স্পেসিফিকেশন।	সরবরাহের স্থানসমূহ।	প্রত্যেক স্থানে সরবরাহের পরিমাণ।	প্রত্যেক স্থানে মালামাল সরবরাহের চূড়ান্ত তারিখসমূহ।	প্রত্যেক মালের মোট পরিমাণ।	মালামালের একক।	মালামালের দর (সকল দায়সহ)।	প্রত্যেক মালের মোট মূল্য (সকল দায়সহ)।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

দরপত্র গৃহীত হইলেঃ

(ক) এতদসংগে আমি/আমরা চুক্তির সংযুক্ত শর্তসমূহ এবং স্পেসিফিকেশনের সমুদয় শর্তসমূহ পূরণ করিতে এবং মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব। অন্যথায় চুক্তি অনুযায়ী সকল অর্থ এবং অন্যান্য জরিমানা যথাক্রমে পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইবে অথবা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

(খ) যদি চুক্তির শর্তের ১ নং ধারা অনুযায়ী জামানতের....................টাকা জমা না করা হয় তবে ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার মূলে এতদসংগে প্রদানকৃত টাকা....................... পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর	:	ঠিকাদারের স্বাক্ষর	:
স্বাক্ষীর নাম	:	ঠিকাদারের নাম	:
ঠিকানা	:	ঠিকানা	:
তারিখ	:	তারিখ	:

জেলা পরিষদের পক্ষে দরপত্র গ্রহণ করা হইল।

টেন্ডার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

ঠিকাদারের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম-কানুন ও নির্দেশাবলী

১। কোন ঠিকাদারী সংস্থা (ফার্ম) কর্তৃক দরপত্র দাখিল করিতে হইলে উক্ত দরপত্রে প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই সহি করিতে হইবে। কোন অংশীদার অনুপস্থিত থাকিলে তাহার দ্বারা আম মোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তাহার পক্ষে সহি করিতে হইবে।

২। কোন সুপরিচিত এবং প্রসিদ্ধ সংস্থা অথবা দরপত্রে/চুক্তিতে ঠিকাদার হিসাবে বর্ণিত কোন সংস্থা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে সংস্থার সকল অংশীদারকে সহি করতঃ পরিশোধকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রাপ্ত সকল দরপত্র সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক উপস্থিত থাকিতে আগ্রহী এমন সকল দরপত্রদাতা অথবা তাহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সম্মুখে খোলা হইবে।

৪। জেলা পরিষদ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অতিরিক্ত শর্তাবলী

১। ঠিকাদার কাজটি যথাযথভাবে চুক্তির শর্তসমূহ এবং স্পেসিফিকেশন মানিয়া এবং সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক সরবরাহকৃত নক্সা ও ডিজাইন অনুসরণ করিয়া সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ এর নির্দেশ মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করিবেন। কাজের মান এবং কাজটি সুচারুভাবে সমাপ্ত করণের জন্য ঠিকাদার সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবেন।

২। দরপত্র দাখিলের পূর্বে ঠিকাদারকে অবশ্যই কাজের স্থান ও অবস্থান, মালামাল পরিবহণের যানবাহন এবং নক্সা ও ডিজাইন যাচাই করিতে হইবে। দরপত্র দাখিলের পর ইহার জন্য কোন দাবী বা অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না।

৩। ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দরের মধ্যে কাজের দফার (আইটেম) প্রয়োজনীয় সকল মালামাল এবং আনুষংগিক সকল কার্যাদির খরচ-পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। আরও পরিষ্কার-ভাবে বলা যায় যে, দেয় দর পরিষদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ কাজের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইবে। কাজের পত্তন করা, ভাংগা, কার্যস্থল পরিষ্কার করা, মাচা তৈরী করা, স্থানীয় অথবা অন্যান্য কর পরিশোধ করা, যন্ত্রপাতি এবং আনুষংগিক অথবা সকল পরিবহন খরচাদি উদ্ধৃত দরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। কাজ চলাকালীন, কাজের পরিমাণ সিডিউলে উল্লেখিত পরিমাণ অপেক্ষা কম/বেশী হইতে পারে। ইহার জন্য কোন প্রকারের অতিরিক্ত দাবী পরিষদ গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃত কাজ চলাকালীন যদি সিডিউল বর্ণিত কাজের কোন দফা (আইটেম) সম্পাদন করা না হয় তবে সেই জন্য কোন অতিরিক্ত দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

৫। কোন কারণে যদি পরিষদ কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ কোন কাজ বাস্তবায়ন না করা হয় তবে ঠিকাদারের কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন কি ঠিকাদার সরবরাহযোগ্য মালামালের অথবা শ্রমিকের জন্য যদি কোন অগ্রীম প্রদান করিয়া থাকেন তবে সেইক্ষেত্রেও কোন দাবী গ্রহণ-যোগ্য হইবে না।

৬। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মালামাল ঠিকাদার নিজ খরচে কার্যস্থলে সংগ্রহ করিবেন এবং কাজে ব্যবহারের পূর্বে সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ-এর অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৭। সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কার্য সম্পাদনকালীন সময়ে শ্রমিক এবং মালামালের বাজার দরের ঊর্ধ্বগতির কারণে সিডিউল বর্ণিত কোন কাজের দফার (আইটেম) দর বৃদ্ধির কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮। সকল প্রকার নির্দেশাবলী এবং অনুমোদন সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে। যে কোন প্রকার এবং যাহার দ্বারাই হউক না কেন, কোন প্রকার মৌখিক নির্দেশাবলী অথবা অনুমোদন কার্যকর হইবে না।

৯। টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদিত সরবরাহ কাজ চূড়ান্ত সমাপ্তির প্রত্যায়ন পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ঠিকাদারের জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে না।

১০। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিতে প্রয়োজনে ঠিকাদারকে দিবা-রাত্র কাজ করিতে হইবে। দিবা-রাত্র অথবা অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য ঠিকাদারের কোন অতিরিক্ত দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। ঠিকাদারকে নিজ খরচে কাজের জন্য এবং তাহার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। ঠিকাদার কর্তৃক সংগৃহীত দেশে তৈরী অথবা বিদেশী যে কোন ইস্পাত দ্রব্যের ওজন সংশ্লিষ্ট কাজের দফার বিপরীতে ওজনের নির্ধারিত মান অনুযায়ী হিসাব করা হইবে এবং আকার বা ওজনের তারতম্যের জন্য কোন অতিরিক্ত দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

সহকারী প্রকৌশলী

ঠিকাদারের স্বাক্ষর ঃ

...............জেলা পরিষদ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু হেনা

সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।